অব্যর্থ ঔষধ

(হোমিওপ্যাথি মতে)

ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাগলের প্রথম অবস্থা	২৮
মুখের ঘা	২৮
মৃগী রোগ	২৯
রক্ত কাশ	২৯
দাঁত তোলার পর যদি রক্ত বন্ধ না হয়	২৯
রোগীর খুব বেশী গা বমি বমি করিলে	২৯
দাদ	২৯
ক্ষৌর কন্ডু	২৯
শিশুদের নাড়ী কাটার পর রক্তস্রাব	৩০
বগলে কাঠবেড়ালী	৩০
পানের চুনে জিভ পুড়িয়া গেলে	৩০
স্বপ্নদোষ	৩০
সর্পদংশন	৩০
রাতকানা	৩১
ফিক ব্যথা	৩১
পক্ষাঘাত	৩১
গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া গেলে	৩২
প্লেগ	৩২
রক্ত আমাশয়	৩২
চোখ ওঠা	৩৩
বধিরতা	৩৪
নখকুনি	৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিষেধক	৩৫
বেদনাসহ বাম অন্ডকোষে প্রদাহ	৩৫
বয়ঃব্রণ	৩৬
চুল	৩৬
আঙ্গুল হাড়া	৩৭
কোমরে বাত	৩৭
ন্যাবা	৩৭
ধ্বজভঙ্গে	৩৮
শীঘ্র বীর্যপাত	৩৯
টিকা	৩৯
প্লীহা	৪০
বাত	৪০
গলগন্ড	৪০
রক্তহীনতা	৪১
জলাতঙ্ক	৪১
পায়ের কড়া	৪১
চুল	৪১
স্তনের পরিপুষ্টতা	৪২
দাঁত কড়মড়	৪২
খাদ্যে বিষক্রিয়া	৪২
কানের যন্ত্রণা	৪২
কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পিত্ত থলির অকার্যকারিতা	৯৬
জ্বর	৯৭
পুরাতন আমাশয় এবং অম্ল ও অজীর্ণ	৯৭
বাত	৯৮
কোষ্ঠবদ্ধতা	৯৮
ক্রিমি	৯৮
জিয়ারডিয়ার	৯৯
হজম	৯৯
আমাদের ঔষধ	১০০
সাইনাস বা সাইনোভাইটিস	১০০
ম্যালেরিয়া	১০০
মনে রাখবেন	১০০-১০৩
MYOCARDIALISCHEEMIA INFRACTION	১০৪
MYOCARDIAL INFRACTION	১০৪
নতুন সংযোজন	১০৫-১০৭
অর্শের রক্তস্রাব বা রক্তাকাশে	১০৭
অনবরত বমি করে	১০৭
শিশু প্রস্রাবের পূর্বে কাঁদে	১০৮
জেনে রাখা ভাল	১০৮-১০৯
খাদ্য তালিকা	১০৯
ক্যানসার প্রতিরোধে নতুন গবেষণা	১১০

৮। আপনি রোগীর উপর বিরক্ত হইয়াছেন বা বিরূপ হইয়াছেন এ ভাব কখনও দেখাইবেন না।

৯। উপযাচক হইয়া কাহাকেও আপনার চিকিৎসা নৈপুন্য দেখাইতে যাইবেন না। দেখাইলে হেয় প্রতিপন্ন হইবেন।

১০। রোগী আপনার নিকট আসিলে তাহাকে উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং খুব মন সংযোগ করিয়া তাহার অসুখের (ব্যাধির) ইতিহাস লইবেন।

১১। কর্মদক্ষ, স্বল্পভাষী, বিনয়ী, অনুসন্ধিৎসু, সহানুভূতিশীল বা বিদ্যাগৌরব বর্জিত হইতে ভুল করিবেন না।

১২। প্রত্যহ সময় পাইলেই মেটিরিয়া মেডিকো পাঠ করিবেন।

১৩। যদিও আমাদের লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা তবু এ্যানাটমি ও ফিজিওলজি সময় পাইলে পাঠ করিবেন।

১৪। আপনি হোমিওপ্যাথ আপনার হাতে রোগীর অবস্থা খারাপ দেখেন তবে আপনার চেয়ে যিনি অভিজ্ঞ তাহার সহিত পরামর্শ করিতে ভুলিবেন না।

১৫। আপনি নিজে হোমিওপ্যাথ সব সময় হোমিওপ্যাথদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন।

অনিদ্রা

প্যাসিফ্লোরা ইন Q রাত্রেশয়নের পূর্বে ১৫/৩০ ফোঁটা করিয়া সেবন করিলে ভাল ঘুম হয়। ইহা ছাড়া কফিয়া ১x, ২০০ দিনে ২ বার, কেলিফস ৬x, রাওলফিয়া সারপেন Q ও ভাল ঔষধ ২০ ফোঁটায় মাত্রা।

ঘুম তাড়াইবার ঔষধ

যাহাদের খুব বেশী ঘুম পায়-স্কেফুলেরিয়া নোডেসা Q দিনে দুবার ১০ ফোঁটা করিয়া। বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় এই ঔষধটি খুবই প্রয়োজন হয়। মাদার টিংচার না পাওয়া গেলে ৩০ দিনে ৪ বার দিবেন। বা ফেরাম ফস ১২x, ৮ টি ট্যাবলেট সকালে ও সন্ধ্যায় ভাল কাজ করে।

হাপিস

হার্পিস দেখা দিলে স্টোফাইলোককসিন ৩০ বা র‍্যানানকিললাস সিলিয়েটাস ৩০,২ ঘন্টা পর পর দেবেন, বাহ্য প্রয়োগে ক্যাসিয়া সোফেরা Q ঠান্ডা জলের সহিত সাদা তুলা দ্বারা লাগাইতে হইবে। ইহা ছাড়া এনথ্রকসিন ৩০ আর্সেনিক এলবা ৩০ ভাল ঔষধ। কাঁচা হলুদের প্রলেপ জ্বালা কমায়।

আমবাত

এন্টিপাইরিন ৩০, দিনে, ৪ বার সুন্দর ফল দেয়। ইহা ছাড়া হাইগ্রোফেলা স্পাই Q, ৩০ এপিস মেল ৬, পালসেটিলা ৩০ প্রভৃতি।

পুরাতন লিভারের দোষ

পুরাতন লিভারের দোষ থাকিলে কালমেঘ Q

চেলিডোনিয়াম Q কার্ডুয়াস-মেরি Q পর্যায়ক্রমে দিনে ৪ বার, ৫। ১০ ফোঁটা কিছুদিন খাওয়াইলে ভাল ফল দেয়। কেলি মিউর ৬x ও ভাল।

হঠাৎ পেটের ব্যথা

একোনাইট ন্যাপ (২ ফোঁটা) কলোসিন্থ Q (৫ ফোঁটা)একত্রে মিশাইয়া বা পৃথকভাবে ১০/১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইলে যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে। এ্যাট্রোপিয়া ৩x, ২গ্রেন পরিমাণ ২০/২৫ মিনিট অন্তর বা ম্যাগ ফস ৬x ও ভাল ফল দেয়। বেলেডোনা Q ভাল।

ফোঁড়া

গ্রীষ্মকালে যে সকল ছোট ছোট ফোঁড়া হয় তাহাতে আর্ণিকা ১২ বা আটিকাম লেপ্পা ৩x বা টেরামাইসিন ৩০ যেমন উপকারী-তেমন ইচিনেসিয়া Q বা ক্যাসিয়া সোফেরা Q , ৫ ফোঁটা দিনে ৪ বার সেবন করাইলে অব্যর্থ ফল দেয়। ছোট ফোঁড়াতে বেলিসপার ৩০ দিনে ৪ বার। বড়ফোঁড়াতে এনেথেরাম ৩০, বিশেষ করিয়া মুখের ফোঁড়াতে। ফাটাইতে পালসেটিলা Q ব্রায়োনিয়া Q বাহ্য প্রয়োগ আর ফোঁড়ার অসহ্য ব্যথা কমাইতে আর্ণিকা মন্ট, Q জ্বালা কমাইতে ক্যাসিয়াসোফেরা Q সাদা তুলা দ্বারা লাগাইতে হইবে। যে কোন স্থানে ফোঁড়া ফাটাইতে হিপার সালফ ২x বা ৩x ২/৩ ঘন্টা অন্তর অব্যর্থ। পুনঃ পুনঃ ফোঁড়া হইলে ক্যালকেরিয়া হাইপো ৩x, দিনে ৪ বার অব্যর্থ কিছুদিন সেবনীয়।

শ্বেতী

গায়ের সাদা দাগ হইলে আর্সেনিক সালফ ফ্লেভাম ৩x কিছুদিন খাওয়াইলে বেশ ভাল ফল দেয়। হাইড্রোকোটাইল Q বা বুচি অয়েল বাহ্য প্রয়োগ করিলে বেশ ফল দেয়। মাঝে মাঝে সিফিলিনাম বা ব্যাসিলিনাম ২০০ বা ১০০০ আর অসাড় ভাব থাকিলে, সালফার আয়োডে ৩x দিনে ৩ বার। ইহা ছাড়া ও সোমরাজ Q বা সোরেলিয়া কেরি Q দিনে ৪ বার ১০ ফোঁটা করিয়া কাজ করে। পরে আর্সেনিক আয়োড ১০০০।

চুলকানি

চুলকানির ভাল ঔষধ হচ্ছে এনথ্রাকোকালি ৬ বা পিকস লিকুই ৬, বা ফ্যাগোপাইরাম ৩০, Q, বালসামপেরু Q বা সোরিনাম ২০০ ভাল ঔষধ। দেশীয় ভেষজ আজাডিরাক্টা ইনড Q ক্যাসিয়া সোফেরা Q বা সোমরাজ Q ভাল ফল দেয়। বাহ্য প্রয়োগ হিসাবে ৪ আউন্স নারিকেল তৈলের সহিত ১ আউন্স বোরিক পাউডার একত্রে মিশাইয়া কুসুম কুসুম গরম করিয়া দেহে মাখিলে সুন্দর ফল দেয়। পুরাতন চুলকানিতে লোবেলিয়া ৬ ও ক্রোটন টিগ ৬, পর্যায়ক্রমে অব্যর্থ। মর্গান

পিওর ৩০, সকল ঔষধ ব্যর্থ হইলে ন্যাট সালফ ৩x এবং কেলি মিউর ৩x পর্য্যায়ক্রমে কিছুদিন ৪+৪=৮ ট্যাবলেট সেবনে অব্যর্থ ফল দেয়।

হুপিং কাশি

হুপিংকাশিতে প্রথম অবস্থায় ড্রাসেরা Q, ৩ ফোঁটা ২ ঘন্টা অন্তর খাওয়াইলে বেশ ভাল ফল দেয়। ডঃ গিবস বলেন-এমন ব্রোম ৩x, ৩ গ্রেন দিনে ৪ বার সেবন করাইলে ভাল ফল পাইয়াছেন।

ডঃ এডমন্ড বলেন-ডসেরা ৩x বেলেডোনা ৩x পর্য্যায়ক্রমে (৩ঘন্টা অন্তর) সেবন করাইলে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। ওলিয়াম সেন্টেল Q দিনে দুবার ৫ ফোঁটা আশ্চর্য ফল দেয়। আরোকটি ভাল ঔষধ হচ্ছে ক্যাসটানিয়া ভেস ১x এবং কুপ্রাম ২x পর্যায়ক্রমে। স্যাস্যুরিয়া লাপ্পা Q, ১০ ফোঁটা বা ম্যাগফস ১২x (৩ টি ট্যাবলেট) পর্যায়ক্রমে দুই ঘন্টা অন্তর অব্যর্থ। জষ্টিশিয়া এড ও ব্রামভি Q ৫+৫=১০ ফোঁটা ভাল ফল দেয়।

বাধক বেদনা

বাধক বেদনায় ম্যাগনেশিয়া ফস ৬x, ৫ টি করিয়া ট্যাবলেট গরম জলের সহিত ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইলে ভাল ফল দেয়। ভাইবার্নাম ও পি Q বা জেনথকজাইলাম Q বা এব্রোমা রেড Q আধ ঘন্টা অন্তর ১০ ফোঁটা অব্যর্থ। ম্যাক্রোটিন ৬ বা সিমিসিফিউগা ৬ ভাল ফল দেয়। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে এট্রোপিয়া ৩x ২ গ্রেন পরিমাণ ১ ঘন্টা অন্তর বা পাসিফ্লোরাইন Q ১৫ ফোঁটা ১৫ মিঃ অন্তর।

বহুমুত্র

সিজিজিয়াম Q প্রত্যহ তিনবার ১৫-২০ ফোঁটা সেবন করাইলে কমিয়া যাইবে। সিজিজিয়াম Q এর সঙ্গে ইউরেনিয়াম নাইট ৩x একত্রে মিশাইয়া বা পৃথকভাবে সেবন করাইলে সুন্দর ফল দেয়। নেট্রাম মিউর ৬x ১টি করিয়া ট্যাবলেট দিনে ৪ বার ভাল ফল দেয়। **blood sugar** বা বহুমুত্রের সাথে যদি চর্মরোগ (যথা-চুলকানি, ঘা, কার্বাঙ্কল) থাকে তবে ইনসুলিন ৬x, বা ১২,৩০ অব্যর্থ। দিনে ৪ বার। চিরতা Q ভাল।

উচ্চজ্বর (High Temperature)

উচ্চজ্বর অর্থাৎ ১০৪° জ্বর এসিটানি লিডাম ৩x, ১৫ মিনিট অন্তর ৩ গ্রেণ পরিমাণ ১ ডোজ ঠান্ডা জলের সহিত দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। জ্বরের তীব্রতা কমিয়া যাইবে। কেলিফস ৬x, ১০ মিনিট অন্তর ৫টি ট্যাবলেট জ্বরের তীব্রতা কমাইয়া দেয়। চিনিনাম আর্স ৩x ও ২।১ গ্রেণ মাত্রা অনেকে ব্যবহার করেন। ফেরাম ফস ৬x ও কেলিসালফ ৬x ৩টি +৩ টি = ৬টি ট্যাবলেট আধ ঘন্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে গরম জলের সহিত সেবন করাইলে জ্বরের তীব্রতা কমিয়া যাইবে। একোনাইট ফেরেকস ৩০ বা ফেরাম ফস ২০০x ২ ঘন্টা খুব ভাল ফল দেয়।

টাইফয়েড

টাইফয়েড রোগে আমাদের অনেক ঔষধ আছে তবে নীচের ঔষধগুলি অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত-সহজেই ব্যবহার করা যাইতে পারেঃ

(১) পায়খানা পরিস্কার না থাকলে-

(ক) ব্রায়োনিয়া ৬

(খ) ক্লোরোমাইসেটিন ৩০ বা টাইফোডিয়াম ৩০

(গ) কেলি সালফ ৬x (৪টি ট্যাবলেট)

২ ঘন্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে খাওয়াইলে সুন্দর ফল দেয় খুব শীঘ্রই জ্বর ছাড়িয়া যায়।

(২) যদি রোগীর পায়খানা পরিস্কার থাকে তবে।

(ক) রাসটক্স ৬।

(খ) ক্লোরোমাইসেটিন ৩০ বা টাইফোডিনাম ৩০।

(গ) কেলিসালফ ৬x (৪টি ট্যাবলেট)

২ ঘন্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে দেবেন জ্বর নামিতে থাকিলে কেলিফস ৬x এর কথা মনে রাখবেন।

এই ঔষধগুলি চলাকালীন রোগীর দেহ গরম জামাকাপড় বা কম্বলদ্বারা আবৃত রাখবেন। জ্বর ছাড়িলে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x ও কেলিফস ৬x দিবেন দিনে ৪ বার পর্যায়ক্রমে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গু

রাসটক্স, ডালকামরা প্রভৃতি ভাল ঔষধ আছে। তবে এসিড সারকোল্যোকটিক ৩০, ২ ঘন্টা অন্তর খুব সুন্দর কাজ দেয়। তাছাড়া ডেসমোডিয়াম গ্যাঞ্জো Q ,১০ ফোঁটা ২ ঘন্টা অন্তর বা ডেসমোডিয়াম গ্যাঞ্জো এবং ওসিয়াম স্যানক Q, ৫-১০ ফোঁটা পর্যায়ক্রমে বা একত্রে মিশাইয়া খাওয়াইলে ভাল ফল দেয়। নেট্রাম সালফ ৩x ও ফেরাম ফস ৩× পর্যায়ক্রমে ৪+৫ = ৯ টি ট্যাবলেট ইনফ্লুয়েঞ্জাতে একটি ভাল পথ্য হচ্ছে সাগুর খিচুড়ি (সাগু ও মুগের ডাল) বা আদা ও কালজিরা আলুর সহিত ঘৃতে ভাজিয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গুর দুর্ব্বলতা দূর করতে

অব্যর্থ ঔষধ হচ্ছে নেট্রাম স্যালিসিলি ৩×, ৫ গ্রেন পরিমাণ দিনে ৪ বার বা কেলিফস ৬× ও ক্যালকেরিয়া ফস ৬×। প্রতিষেধক ইনফ্লুয়েনজিন ৩০, ২০০ বা মিউকোব্যাকটর ৩০।

বিছানায় প্রস্রাব

শিশুদের বিছানায় প্রস্রাবে রাস এরোমেটিকস Q, দিনে ৩ বার ৫ ফোঁটা করিয়া অব্যর্থ ফল দেয়। ক্রিমি থাকিলে সিনা ২০০ বা সোমরাজ Q, ৫ ফোঁটা করিয়া দিনে ৪বার কিছুদিন সেবনীয়, বিরঙ্গ, Q ও ভাল ঔষধ। ব্লামিয়া ওডো ২× (ডাঃ কাসিং,) দিনে ৩ বার ৩ ফোঁটা করিয়া। নেট্রাম সালফ ৩x ও সিপিয়া ২০০ বা কষ্টিকাম ২০০ ভাল ইকুইজেটাম ৩০।

অসাড়ে মূত্র

সকল ঔষধ ব্যর্থ হইলে ইকুইজেটাম ৩০, বা কষ্টিকাম ৩০, ৩ ঘন্টা অন্তর অব্যর্থ ফল দেয় বা নেট্রাম সালফ ৩× কেলিফস ৩× পর্যায়ক্রমে। ৩+৩ = ৬ টি ট্যাবলেট।

ক্রিমি

বয়স অনুসারে কুপ্রাম অকস নাইগ্রো ৩x, ২ গ্রেন পরিমাণ কিছুদিন খাওয়াইলে ক্রিমির উপদ্রব নিশ্চয় বন্ধ হইবে। ইহা ছাড়া ভাল ঔষধ হচ্ছে সোমরাজ Q, বিরঙ্গQ, সিনা ২০০ স্যানটোনাইন ১x

গ্রানেটাম Q, ফিলিকস মাস বা চিলোনী গ্লাব Q, টিউক্রিয়ামQ, নেট্রাম ফস ১x, চিনোপাডিয়াম অয়েল প্রভৃতি। ডালিম গাছের ছাল গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদের এক কাপ ও অর্দ্ধবয়স্কদের আধ কাপ ৫/৭ দিন সেবন করাইলে ক্রিমি নিশ্চয়ই কম হইবে। সিরিনাম ৩০, ক্লিরোডেনড্রন ইনফর Q(৫-১০ ফোঁটা)।

নবজাত শিশুর কান্না ও প্রস্রাব

নবজাত শিশুদের কান্না বন্ধ হইলে লরেসিরেসাস ৬, ২/১ মাত্রা দিলে অব্যর্থ আর প্রস্রাব বন্ধ হইলে একোনাইট ন্যাপ ৬, ১৫। ৩০ মিনিট অন্তর মাত্রা।

করোনারী থ্রম্বসিস

এই রোগের প্রথমেই আর্ণিকা ২০০ বা একোনাইট ন্যাপ ৬, ১ মাত্রা দিয়ে তাহার পনের মিনিট পর হইতে কেলিমিউর ৩ এবং ম্যাগ ফস ৬×, ২০ মিনিট বা ৩০ মিনিট অন্তর (৪+৪=৮ টি ট্যাবলেট) গরম জলের সহিত খাওয়াইলে রোগীর জ্ঞান শীঘ্র ফিরিয়া আসে। মাঝে মাঝে কেলিফস ৬x, ফেরাম ফস ৬x, দিলে আরো ভাল ফল দেয়। পরে অবশ্য রোগীর অবস্থানুযায়ী এই ঔষধগুলি প্রয়োজন- ক্যাকটাস গ্র্যান্ডি Q, ২০০, ল্যাকেসিস ২০০, ওপিয়াম ২০০, **ক্যালকে আর্স ৬x, জেলস্, এপিসমেল, স্টফেনথাস Q, অর্জুন Q প্রভৃতি।**

সেরিব্রাল থম্বসিস

প্রথমেই আর্ণিকা মন্ট ৬, বা একোনাইট ন্যাপ ৬, ১০ মিনিট থেকে আধ ঘন্টা অন্তর ১ মাত্রা। পরে কেলিমিউর ৬x, ও ম্যাগ ফস ৩x, ১৫ মিনিট পর ৪টি ট্যাবলেট। এই ঔষধটি পর্যায়ক্রমে খাওয়াইলে ভাল ফল হয়। তারপর লক্ষণ অনুযায়ী এই ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবেন ন্যাজা ৩০ ক্রোটেলাস ৩০, কুপ্রাম মেট ৩০ কস্টিকাম ৩০, ২০০, জেলসিমিয়াম ২০০, বোথ্রপস ৩০ কেলিফস ৬x প্রভৃতি।

কাঁকড়া বিছা

কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে লেডাম পল ২০০, খাইতে ও লেডাম পল Q লাগাইলে অনেক স্থানে ভাল ফল পাওয়া যায়। নিষাদল ও চুন